Sanatan Dharma

দশমহাবিদ্যা:-------

দশমহাবিদ্যা হল হিন্দুধর্মের দশজন দেবী, যারা দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপ। এগুলি হল: কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা। এদের প্রত্যেককেই মহাশক্তির বিভিন্ন দিক হিসেবে পূজা করা হয়। দশমহাবিদ্যা হলেন দেবী মহাশক্তির দশটি বিশেষ রূপ। 'দশ' অর্থ দশ এবং 'মহাবিদ্যা' অর্থ মহাজ্ঞান। অর্থাৎ, এই দশ রূপের মাধ্যমে দেবী ব্রহ্মাণ্ডের দশটি প্রধান জ্ঞান বা শক্তিকে প্রকাশ করেন। এই দেবীরা কেবল রূপগত ভিন্নতা নন, তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের বিভিন্ন দিক এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের প্রতীক। দশমহাবিদ্যার বিভিন্ন রূপ ও তাঁদের প্রতীকী তাৎপর্য এখানে দশমহাবিদ্যার প্রতিটি রূপ এবং তাদের প্রতীকী তাৎপর্য এবং মহাবিদ্যার তত্ত্ব কথার রহস্য দশমহাবিদ্যার দশটি রূপ:----

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা: দশমহাবিদ্যা: সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা:।

1. মহাকালী: ইনি দশমহাবিদ্যার প্রথম ও প্রধান রূপ। মহাকালী হলেন কাল বা সময়ের অতীত। তাঁর কালো বর্ণ অসীমতা, নির্বাণ এবং সকল গুণের অতীত অবস্থাকে বোঝায়। তিনি সকল বন্ধন থেকে মুক্তি এবং অজ্ঞতার বিনাশের প্রতীক। তাঁর এলোমেলো চুল, হাতে নরমুণ্ড এবং খড়গ অশুভ শক্তির বিনাশ এবং জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করার ইঙ্গিত দেয়।

2.. তারা: দেবী তারা মহাকালীরই আর এক রূপ। তিনি বিপদ থেকে ত্রাণকর্ত্রী। 'তারা' শব্দের অর্থ 'যিনি রক্ষা করেন'। তিনি জ্ঞান ও বাকশক্তির দেবী। তাঁর নীল বর্ণ অনন্ত

মহাকাশ এবং অসীমতাকে বোঝায়। দেবী তারা সাধকদের জ্ঞান প্রদান করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি দেন।

3.. ষোড়শী (ত্রিপুরসুন্দরী): ইনি ১৬ বছর বয়সী এক বালিকার রূপে আবির্ভূতা হন, যা পূর্ণতা, সৌন্দর্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের ১৬টি গুণের প্রতীক। ত্রিপুরসুন্দরী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী এবং সর্বশক্তিমান। তিনি সৌন্দর্য, প্রেম এবং মোক্ষ প্রদান করেন। তাঁর হাতে পাশ (প্রেমের বন্ধন), অঙ্কুশ (নিয়ন্ত্রণ), ধনুক (ইচ্ছা) এবং বাণ (কর্ম) জাগতিক বিষয়াদির উপর নিয়ন্ত্রণের প্রতীক।

4.. ভুবনেশ্বরী: ইনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'ভুবন' অর্থ জগৎ এবং 'ঈশ্বরী' শাসনকর্ত্রী। তিনি বিশ্বজগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহারের মূলে রয়েছেন। তাঁর সৌম্য মূর্তি সৃষ্টির স্থিতিশীলতা এবং শান্তি বোঝায়। তিনি ঐশ্বর্য ও সন্তান দান করেন।

5.. ছিন্নমস্তা: এই দেবীর রূপ অত্যন্ত ভয়াবহ। তিনি নিজের মস্তক নিজেই ছিন্ন করে নিজ রক্ত পান করেন। এই রূপটি আত্মত্যাগ, আত্মবিনাশ এবং পুনর্জন্মের প্রতীক। ছিন্নমস্তা জাগতিক মায়া ও অহংকারের বিনাশ করে যোগের উচ্চাবস্থা প্রদান করেন।

6.. ভৈরবী: ইনি উগ্র প্রকৃতির দেবী। তিনি সৃষ্টির উগ্র দিক এবং ধ্বংসের প্রতীক। ভৈরবী সাধকদের ভিতরের শত্রু, যেমন - ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বিনাশে সাহায্য করেন। তিনি ভয় দূর করেন এবং সিদ্ধি প্রদান করেন।

7.. ধূমাবতী: এই দেবী বিধবার রূপে আবির্ভূতা হন, যা অভাব, দুঃখ এবং অশুভ শক্তির প্রতীক। তিনি ধ্বংস এবং বিনাশের দেবী। ধূমাবতী এমন এক মহাবিদ্যা যিনি জীবনের অন্ধকার দিক, অভাব এবং শূন্যতাকে তুলে ধরেন। তিনি জাগতিক মোহ থেকে মুক্তি দেন।

8. বগলামুখী: ইনি শত্রুদের বিনাশকারিণী দেবী। 'বগলা' শব্দের অর্থ 'বল্গা' বা লাগাম। তিনি শত্রু ও প্রতিপক্ষকে স্তম্ভিত করেন। এই দেবী বাকশক্তি এবং বিতর্কে বিজয় প্রদান করেন। তিনি সাধকদের ভয় দূর করেন এবং মামলায় জয়ী হতে সাহায্য করেন।

9.. মাতঙ্গী: ইনি সঙ্গীত, কলা, জ্ঞান এবং বাকশক্তির দেবী। মাতঙ্গী সমাজের পিছিয়ে পড়া বা প্রান্তিক মানুষদের প্রতীক, যা বোঝায় জ্ঞান এবং দিব্যত্ব জাতি-বর্ণের ঊর্ধ্বে। তিনি অভ্যন্তরীণ জ্ঞান এবং সৃজনশীলতার প্রতীক। তিনি সকল প্রকার বাধা দূর করেন এবং কলায় পারদর্শিতা প্রদান করেন।

10. কমলা: ইনি দশমহাবিদ্যার শেষ রূপ এবং ধন-সম্পদ, সমৃদ্ধি ও ভাগ্যের দেবী। কমলা দেবী লক্ষ্মীরই আর এক রূপ। তিনি সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি এবং সুখের প্রতীক। তাঁর হাতে পদ্মফুল এবং তিনি পদ্মের উপর আসীন থাকেন, যা বিশুদ্ধতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ইঙ্গিত দেয়।

দশমহাবিদ্যার এই দশ রূপ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন শক্তি এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। এঁদের পূজা করলে জ্ঞান, মুক্তি, শক্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

Published on: Sep, 27 2022 15:34